বিশ্বায় ঃ বামপন্থীদল ও এনজিও
প্রদীপ বসু

তত্ত্বগতভাবে বর্তমান লেখক মার্কসবাদ ও উত্তর আধুনিক তত্ত্বের আলপচারিতায়, আদান-প্রদানে বিশ্বাসী।মার্কসবাদ নারীমুক্তি(র লড়াই লড়ে। বর্ণবৈষম্যের বিরোধী, জাতপাতের সংগ্রামে দলিতের পাশে। কিন্তু প্রধান জোরটা সে দেয় অর্থনৈতিক শোষণের বি(দ্ধে শ্রেণীসংগ্রামে দলিতের পাশে। অর্থনৈতিক অসাম্যের বি(দ্ধে সংগ্রাম করে না তা নয়। কিন্তু সে গু(ত্ব দেয় নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলোর ওপর, লিঙ্গ বৈষম্য, পরিবেশ দূষণ, বর্ণবৈষম্য ইত্যাদির প্রতিরোধ। বর্তমান লেখক অনুভব করে শ্রেণীসংগ্রামের সাথে নতুন সামাজিক আন্দোলনকে মেলাতে। আর এই পরিপ্রে(িতে থেকেই বামপন্থী দলের সাথে এনজিও-র হাত মেলানোর প্র(্ন। আজকের পশ্চিমবঙ্গে পুঁজিবাদী বি(্বায়নের মুখে দাঁড়িয়ে, এই কথোপকথন ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয়। যদিও মার্কসবাদ মানেই শুধু বামপন্থী দল নয়, সে ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠন এমনকি সাধারণ গণ-সংগঠনকেও সংগ্রামের হাতিয়ার ভাবতে পারে। তবুও তার চোখে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের বিশেষ তাৎপর্য স্বীকৃত। আবার এনজিও মানেই তা উত্তর আধুনিক তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে তার কোনো মানে নেই। তবু এনজিও -র কাজকর্ম প্রথাগত বামপন্থী ঘরানা থেকে অনেকটাই আলাদা এটাও তো সত্যি। তাদের স্বতস্ফূর্ততা, শিথিল স্থানিক সংগঠন, তাৎ(ণিক ল(্য তাদের উত্তর আধুনিক তত্ত্বের কাছে বেশি প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। উল্টোদিকে অনেক এনজিও কর্মীই উত্তর আধুনিক ভাবনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ, অন্তত কিছুটা। বামপন্থীদল ও এনজিও-র কথোপকথন তাই এত মূল্যবান এত গু(ত্বপূর্ণ।

অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও অসংখ্য এনজিও সক্রি(য় আর এইসব এন. জি. ও ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক আছে। এরা অর্থ পায় কোথা থেকে ? এদের কাছে বিদেশী ফান্ড থেকে টাকা আসে না ? নেপথ্য কারণ কী ? বিদেশী রাষ্ট্র, সরকার, বহুজাতিক সংস্থা (তত্ত্বট্র), অর্থলগ্নী সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কী স্বার্থ যে তারা এনজিওদের পেছনে অকাতরে টাকা ঢালছে ? তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ? শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী দেশের সরকার কি বহুজাতিক সংস্থা বা বি(্বব্যাঙ্ক নিশ্চয়ই বিনাস্বার্থে টাকা দেয় না, তারা কেউ রাজা হরিশচন্দ্র নয়,দানসাগর নয়। যীশুখ্রীষ্টও নয় যে তোমার প্রতিবেশীর দু খে কাতর হয়ে ঝাঁপিয়ে পড় বলবে। এনজিওদের পেছনে তাদের এই ঢালাও মদতদানের রাজনৈতিক চরিত্র কী ? পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা এ প্র(্ন তুলেছেন যে এনজিওগুলো শোষিত নিপীড়িত মানুষের মধ্যেকার (োভকে, বঞ্চনার বোধকে প্রতিরোধ ও শ্রেণীসংগ্রামে উন্নীত না করে বরং স্ট্যাটাস কুওকেই আর একটু গ্রহণযোগ্য, নমনীয় ও সহনীয় করে তুলতে চেষ্টা করে। কোনো কোনো বামপন্থী দল এনজিওগুলোকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল পুঁজিবাদের ছদ্মবেশী মুখপত্র, বহুজাতিক সংস্থার গোপন বেতনভূক ইত্যাদি বলে গাল দিয়েছে। অবশ্য বিদেশি ফাণ্ডের টাকা নেওয়া নিয়ে অধ্যাপক কল্যান সান্যাল পাল্টা প্র(্ন তুলেছেন। রাষ্ট্রও তো বিদেশী অর্থ সাহায্য নিয়ে থাকে। সে টাকা শুধু রাষ্ট্রের সংস্থাগুলোর মারফত খরচ হয়। সেটা যদি পবিত্র নিষ্কলুক তাহলে এনজিও -র টাকায় এত কলঙ্ক কিসের ? রাষ্ট্রের মাধ্যমে যে টাকা খরচ হয় তাতে পকেট ভরে প্রভাশালী অভিজাতদের। গরীবের নিচুতলা পর্যন্ত তা আর পৌঁছোয় না। তা সে টাকা এনজিও-র মাধ্যমে গেলে গরীবদের ভাগে আরও কম পড়বে এমনটা ভাবার কোনো কারন আছে কি ?

হ্যাঁ, এনজিওর টাকা খরচের হিসেবে স্বচ্ছতা নিয়ে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রি(য়ার গণতন্ত্রীকরণ বা জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে দাবি তোলা যেতেই পারে। কিন্তু সে দাবি তো সর্বাঙ্গে দুর্নীতির ঘায়ে ভরা ভারতীয় রাষ্ট্রের এমনকিপশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের বি(দ্ধেও তোলা হয়েছে। তাহলে রাষ্ট্রের চেয়ে এনজিও খারাপ কিসে? কল্যান সান্যাল আর একটা কথাও বলেছেন। আজকে কি আর আগের মতো অর্থনীতির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাগাভাগি করা খুব সমীচীন হবে? এখন বি(্বায়নের যুগে একটা অখণ্ড গ্লোবাল অর্থনীতির উদ্ভব ঘটেছে। জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে উৎপাদনের ক্রি(য়াকলাপ সর্বত্র ছড়িয়ে যাচ্ছে। উৎপন্ন উদ্বৃত্ত ছুটে যাচ্ছে চতুর্দিকে। এই প্রবাহ ক্র(মশ তার ভূখণ্ডগত চরিত্র হারাচ্ছে, 'de-terriforialized' হয়ে পড়ছে। ফলে জাতীয় আয় ও উৎপাদনশীল সম্পর্কের পুনর্বন্টনের যে রাজনীতি তাকে নতুন করে সংজ্ঞা দান করা প্রয়োজন। বি(্বায়িত পুনর্বন্টনের রাজনীতি হিসেবেই বোধহয় তাকে এবার ভাবতে হবে। বি(্বায়ন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা অবশ্য এত গভীরভাবে ভাবতে অনাগ্রহী । একথা সত্যি বিশ্বায়নের পুঁজিবাদী বিষ ও তার কুফল নিয়ে মার্কসবাদীরা যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল বি(্লেষণ রেখেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থনীতি ও রাজনীতির (েত্রে তা যে জটিল ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনছে সেটার দিকে না তাকালেই তাকে আটকানো যাবে ভাবছেন। বি(্বায়নের প্রতি এনজিওদের মনোভাব নিয়ে প্র(্ন তোলার সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলো এই পরিবর্তনের গভীর অভিঘাত ও নতুন পরিপ্রে(িতকে ভুলে যেতে পারলেই যেন বাঁচে।

অনেক যথার্থ প্র(্ন সত্ত্বেও এনজিওদের সবটাই বুর্জোয়াদের চক্র(ান্ত বলা যাবে না। পুরোটাই ধাপ্পাবাজি বামধ্যবিত্ত বাবু-বিলাস নয়। যাঁরা গোঁড়া অন্ধ চোখে জগতটাকে দেখেন তাঁরা অবশ্য এমনটাই ভাববেন। অতি - বিপ্লবীবায়না থেকে তাঁরা অনেকরকম বালখিল্যপনা করে লেনিন যার তীব্র সমালোচনা করেছেন। অতি - বিপ্লবী ছুৎমার্গ থেকে তাঁরা বলেন, এনজিও থেকে সাবধান। পশ্চিমবাংলার উত্তপ্ত বাম রাজনীতিতে জল ঢালতে এদের আবির্ভাব। পেছনে বিদেশী ডলার - পাউন্ড - ডায়েশ্চ মাক- (এখন) (বল - এর গন্ধ। এদের বয়কট কর। কোনো পথভোলা বামপথিক এনজিও সম্মেলনে কি সংগঠনে যুক্ত(হয়ে পড়লে এঁরা শিউরে ওঠেন। গেলগেল রব তোলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে কেউ কোনো অভিসন্ধি নিয়ে কিছু শু(করলেই যে তার কাঙ্খিত ল(্য অনুযায়ী ফলাফল ঘটবে তার কোনো মানে নেই। উত্তর আধুনিকদের লেখায় এনিয়ে অনেক কচকচি হয়ে গেছে। (মতাবান যা কিছু আশা করে কোনো প্রক্রি(য়া বা সংগঠন শু(করলেও ফলাফল সেরকম নাও হতে পারে। সমগ্র প্রক্রি(য়া সমগ্র সংগঠন, তাদের কর্মকাণ্ড পরিণামের ওপর (মতাবানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে এটা ভাবা ভুল। এমন হতে পারে যে একটি এনজিও গঠনের পেছনে উদ্যোগ নিল, অর্থ জোগালো কোনো বিদেশী রাষ্ট্র, যার ভাবগতিক বিশেষ সুবিধের নয়। কিন্তু ঐ এনজিও যুক্ত(হলেন বহু কর্মী যাঁরা একদা হয়তো প্রথাগত বামপন্থী ছিলেন। কি নকশালপন্থী। কেউ আজও মার্কসবাদী। কেউ উত্তর আধুনিক চিন্তায় প্রভাবিত। তাঁদের যৌথ প্রয়াসে ঐ এনজিও কিছু ভালো কাজ করতেও তো পারে । কিছু সমাজসেবা কিছু সংস্কার, কিছু সা(রতা, শিশুশ্রম শোষণের বিরোধিতা, যৌনকর্মীদের সংগঠিত করা এমনকি সমাজ - চেতনার প্রসার ঘটাতেও পারে। পশ্চিমবঙ্গে একদা বামপন্থী পরে গান্ধীবাদী পান্নালাল দাশগুপ্তের টেগোর সোসাইটির ফর (বাল ডেভেলপমেন্ট সক্রি(য়। তার ছত্রছায়ায় অথচ পৃথকভাবে সুন্দরবনের রাঙ্গাবেলিয়াতে তুষার ও বীণা কাঞ্জিলাল গড়ে তোলেন মহিলা সংগঠন ও তৃণমূলে গ্রাম ও পাড়াভিত্তিক পরিকল্পনার নমুনা। স্বাস্থ্যের কাজ করার জন্যে সমীর চৌধুরীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে চাইল্ড ইন নিড্ ইনস্টিটিউট (CINI)। তারা গ্রামে স্বাস্থ্যকর্মী গড়তে কাজ করেছে। স্বেচ্ছায় রক্ত(দান আন্দোলনের জন্য তৎপর দেবব্রত রায়দের অ্যাসোসিয়েশান অফ ভালানটারি ব্লাড ডোনারস (ট্টদ্দচড্ড)। বিভিন্ন স্তরের শি(ার (েত্রে সত্যেন মিত্রের নেতৃত্বে বেঙ্গল সোসাল সার্ভিস লিগ (চত্রত্র্ন্স) বহুদিন ধরে কাজ করেছে। সা(রতা অভিযান আরম্ভ হওয়াতে তারা স্টেট রিসোর্স সেন্টার হিসেবে চিহ্নি(ত। তথ্য সরবরাহও ডকুমেন্টেশানে অন্যান্য সংগঠনদের সাহায্য করেছে অর্দ্ধেন্দু শেখর চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশান এণ্ড সার্ভিস সেন্টার (DRCSC)। হস্তশিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নিয়ে যাঁরা পরী(া করতে চান তাঁদের কিছুটা হলেও সহায়তা করেছে বিক্র(ম ও নীলা সেন পরিচালিত স্বয়ম্ভর। এদের অনেকেরই অনেক কাজকর্ম নিয়ে প্র(্ন উঠেছে। কিন্তু সবটাই শয়তানি এমন কথা ভাবার মধ্যে সেই চিরাচরিত বামপন্থী ঔদ্ধত্য ও সবজান্তাভাবটাই কি প্রকট নয় ? আমরা বামপন্থীরাই সর্বহারার অগ্রণী বাহিনী, সবকিছু বুঝি আমরাই, বামপন্থীদল - অনুমোদিত বা বামফ্রন্ট সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত নয় যে উদ্যোগ তা আসলে কিসের ধান্দাবাজি সব জানি। পশ্চিবঙ্গের আন্দোলনমুখী কাজ করার ব্যতিক্র(মী সংগঠন জন সংহিত কেন্দ্র (গ্বত্রন) গড়ে তোলেন অনুরাধা তলওয়ার ও স্বপ্ন গাঙ্গুলি। এদের প্রধান কাজ ছিল

(েত্মজুরদের অধিকার নিয়ে তাঁদের সংগঠিত করা। গ্রামাঞ্চলে মহিলা নির্যাতন নিয়ে কাজ করছে হাওড়াজেলার তুম্বচট্ট-কলকাতার দুঃস্থ মহিলাদের সঙ্গে বহুদিন কাজ করেছেন উইমেনস কো - অর্ডিনেশন কাউন্সিল (WCC)। এরা অল বেঙ্গল উইমেনস ইউনিয়ন (ট্রেড)। সাম্প্রতিককালের কানোরিয়া কারখানায় শংকর গুহ নিয়োগীর সহকর্মী প্রফুল্ল চত্র(বর্তীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা শ্রমিক আন্দোলনের উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিকল্প শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিকদের নিজস্ব নেতৃত্বে আন্দোলনের ও আলোচনার ফোরাম হয়ে উঠেছিল নাগরিক মঞ্চ। এসব কাজকর্মের সবটাই কি চত্র(ান্তমূলক নাকি সমাজের নিপীড়িত মানুষদের স্বার্থের প(ে(তিকারক ? প্রথাগত বামপন্থী ও বিপ্লবী বামপন্থী উভয়েরই যুক্তি(, সংস্কারধর্মী কাজে মন দিলে শোষিত মানুষ আর বিপ্লবের কথা ভাববে না। এটা ঠিকই সংস্কারধর্মী কাজের সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরতে হবে। সার্বিক ও আমূল সমাজ পরিবর্তনের কথা বলতে হবে। সে চেষ্টাএকান্তই গু(ত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রথমত, কোনোদিন যে বাবুটি গরীব - গুর্বো দৈনন্দিন সমস্যায় রইল না তার কাছে বিপ্লবের গল্প লোকে শুনবে কেন ? দ্বিতীয়ত, সংস্কারমূলক কাজগুলোয় যুক্ত(থাকার মধ্যে দিয়ে অসংগঠিত সাধারণ মানুষ সংঘবদ্ধ হয়, আত্মবি(াস পায়, চারপাশের অন্যায়ের অসহায় বলি আর না হয়ে চারপাশকে বদলানো যায় এটা বুঝতে থাকে, সংঘবদ্ধ আত্মশক্তি(র আস্বাদ পায়। সেটা সমাজ পরিবর্তনের লড়াইকে বরং সাহায্যই করবে। অতি সম্প্রতি খাল - পাড় থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ আর্সেনিক দূষিত জল, রাজ্যের ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও সরকারী হাসপাতালের ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে কিছু এনজিও সরব হয়েছে। ডঃ কুণাল সাহাদেরে পিপল ফর বেটার ট্রিটমেন্টচিকিৎসায় গাফিলতি নিয়ে প্রতিবাদ গড়ে তুলেছে । সোনাগাছি প্রজেক্ট যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করছে দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি। সত্রি(য় দুর্বারের সাংস্কৃতিক শাখা কোমলগান্ধার। স্থিতাবস্থার রাজনীতিকে অনেক এনজিও আত্র(মন করেছে। কায়েমী স্বার্থের ধান্দাবাজী ও নোংরা ছককে ঘেঁটে দিয়েছে। উন্নয়নকে রাজনীতি - বিহীন করে তোলার চত্র(ান্তকে অন্তর্ঘাত করেছে। তার একান্তভাবে রাজনৈতিক চরিত্রকে উদঘটিত করেছে। কল্যান সান্যাল লিখেছেন - "....there are numerous instances where NGOs have hit the limit of the status quo and unsettled the network of vested interests. They have subverted the project of depoliticalisation of development ..." সম্প্রতি বিহারের শব্দ গাঁওতে সরিতা ও মহেশ কান্তকে প্রতিবাদী এনজিও করার জন্যে যেভাবে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তাতে এই কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয়। বামপন্থীরা যদি জেদ করে একই কথা বলে বলেন এনজি মাত্রেই স্থিতাবস্থার দালাল তাহালে তাঁরা সবচেয়ে সহজ কাজটাই করে দায়িত্ব এড়াবেন। বাস্তব পরিস্থিতি বাস্তব বি(েষণ, দ্বান্দ্বিকপদ্ধতিতে সব কিছুতে বিচার এসব করা অনেক কঠিন কাজ, জটিল কাজ। মাথায় অনেক দায়িত্ব নিতে হয়। সাদা - কালোর বাইনারিতে ফেলে দিলে চলে না। ধূসর এলাকাকে বুঝতে অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য ও বহুমাত্রিকতাকে নজর দিতে হয়। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে ডবলিও. টি. ও-র স্নেহধন্য বাজার -ভিত্তিক পুঁজিবাদী এই বি(ায়ন পৃথিবীর মানুষের অনুভূতি মনন চাহিদা তাগিদ (টি সংস্কৃতি নিজস্বতা সৃজনশীলতা ও নৈতিকতাকে বাজারের ছাঁচে ঢেলে নিতে সচেষ্ট । কিন্তু তার স্বাভাবিক প্রতিত্রি(য়াতেও জন্ম নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অনেক এনজিও। যতই বাড়ছে উচ্ছেদ, খালপাড় থেকে উচ্ছেদ, বড় রাস্তা বানানোর জন্যে, নতুন নগরীর পত্তনের কারণে, বহুতল বাড়ি নির্মানের উদ্দেশ্যে, ততই নতুন নতুন এনজিও দেখা যাচ্ছে। পরিবেশ দূষণের প্র(ে, জীবিকা হারানোর প্রতিবাদে গড়ে উঠেছে এনজিও। এটাও খুব ল(ণীয় যে যেসব মানুষ আজও বিচ্ছিন্ন, অসংগঠিত আত্মবি(াসহীন, যাঁরা এখনও প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত নন, তাঁদের জন্যেও বিকল্পের সন্ধান চালাচ্ছে এনজিও। নতুন নতুন সামাজিক উদ্যোগ, নতুন ধরণের ঐক্যবোধ, নতুন করে সমষ্টিগতভাবে আত্মসত্তার নির্মাণ, রাজনৈতিক প্রত্রি(য়ার নতুন সংজ্ঞা গড়ে তোলার প্রয়াস তাদের মধ্যে। মোহিত রায় লিখেছেন, ''...অসংগঠিত মানুষের কাছে পৌঁছোচ্ছেন এন. জি. ও-রা। বামপন্থী কচকচি ছেড়ে নারী, পরিবেশ, শিশু শ্রম, (্রেঋণ বিভিন্ন নতুন ভাবনা নিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছেন এন.জি. ও-রা। দেড়শ বছর আগে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে কার্ল মার্কস এসব খুচরো সংস্কারকদের ব্যঙ্গ করেছেন কারণ তারা সমাজ পরিবর্তন চায় না, তারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজ পরিবর্তনের বিরোধী।... কিন্তু মার্কস পরিবর্তনে বি(াস করতেন, এখন বেঁচে থাকলে তিনি দেখতেন দেশে সংগঠিত শ্রমিক/কর্মচারীরা হয়ে উঠেছে আর এক মাফিয়া, সুবিধাভোগী শ্রেণী। তার নেতারা দুর্নীতিগ্রস্ত (মতালোভী, পেশাদার বিপ্লবী-রা হচ্ছেন সরকারী অর্থপুষ্ট, অকর্মণ্য কর্মচারীরা অধ্যাপক। তিনি সম্ভবত ইস্তেহার সংশোধন করতেন''। এনজিও যদি অবহেলিত পদদলিত মানুষদের মধ্যে এতটুকু আত্মবি(াসও জাগিয়ে তোলে বিদেশী সরকার বা বহুজাতিক সংস্থা তাতে খুশি হবে না নিশ্চয়ই। কিন্তু এনজিও -কে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে তারা নাও পারতে পারে। এনজিও এমন একটি (ে্র (Site) যেখানে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী শক্তি(র দড়ি টানাটানি চলা সম্ভব। চলাটাই স্বাভাবিক। বিদেশী রাষ্ট্র বা সরকার, বহুজাতিক সংস্থা (MNC)। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি(, পুঁজিপতি, আই এম এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, বথ, সি আই এ-র মতো গোয়েন্দা সংস্থা থেকে শু(করে গান্ধীবাদী, বামপন্থী কর্মী মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী, উত্তর আধুনিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি(বা গোষ্ঠী, উদারনীতিক, হিন্দু মুসলিম বা খ্রীষ্টান মৌলবাদী, গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ, বিপ্লবী নকশালপন্থী, ধর্মনিরপে(মানুষ, নিছক সমাজসেবায় আগ্রহী লোক, নারীবাদী, নিম্নবর্গ নিয়ে ভাবুক দরদী, এমনকি নিছক চাকরি করতে আসা যুবক - যুবতী --- এরকম অনেক শক্তি(র টানা - পোড়েন ও দরকষাকষি চলার (ে্র হতে পারে এন. জি. ও। একেকটাতে একেক ধরণের শক্তি(র প্রাধান্য, কখনও বা একাধিক শক্তি(র, কখনও প্রাধান্য বদলায়, কখনও পরস্পর বিরোধী শক্তি(গুলির প্রায় সমান (মতা। আগে থেকে ছক কষে আছে অনেকেই। ফন্দি - ফিকির কমনেই কিছু। কিন্তু ঐসব ছক, ফন্দি অনুসারেই যে এনজিও চালিত হবে এমন ভাবা ছেলেমানুষি। ইতিহাসকে ঠিক এতটা চত্র(ান্তমূলক, নিয়ন্ত্রিত, সুপরিকল্পিত ভাবার দিন গেছে। শুধু যে উত্তর আধুনিক তত্ত্বে এরকম অনিশ্চয়তার দু-প্রান্ত খোলা ছাড়া - ছাড়া ভাসা - ভাসা, ছেদ - বহুল, অসঙ্গতিময় ইতিহাস চিন্তা গু(ত্ব পেয়েছে তাতো নয়। গোঁড়া নন এমন অনেক মার্কসবাদীর ভাবনাতেও দেখা যাচ্ছে শক্তি(গুলোর সংঘাতের অনিশ্চিত ফলক বোঝার চেষ্টা। ইতিহাসের একমাত্রিক অমোঘ নিয়তির বিধানকে এবার একটু ভুলে থাকা দরকার। কারণ বাস্তবটা অনির্ণেয়, অনির্দেশ্য পথে চলমান। পূর্ব - স্থিরীকৃত অভিমুখ তার নেই। বিভিন্ন শক্তি(র টানা - পোড়েন স্থির করে দেয় তার দিক্ - নির্দেশ।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক বামপন্থী প্রায়শ প্র(ে তোলেন এনজিওগুলো বি(ায়নের চালিকাশক্তি(গুলির ধামাধরা। পুঁজিবাদী বি(ায়নের এরা দালাল মাত্র। কিছু কিছু এনজিওর (ে্রে কথাটা সত্য। এনজিও - দের মধ্যেকার কিছু কিছু শক্তি(র চরিত্র বি(েষণ করলে এমন সিদ্ধান্তেই পৌঁছোতে হয় বৈকি। এ নিয়ে গবেষণা, অনুসন্ধান, লেখালেখি বামপন্থী শিবিরে কিছু কম হয়নি। কিন্তু এনজিও-র মধ্যে অনেক বিকল্প শক্তি(র উপস্থিতিকে অস্বীকার করলে ভুল হবে। ঐসব শক্তি(র চরিত্র সামাজিকভাবে ইতিবাচক, সম্ভাবনাময়। তারা প্রভুত্ব-বিরোধী, বহুত্ববাদী, কর্তৃত্ববাদের শত্রু, ফলে গণতন্ত্র প্রসারের প(ে অনুকূল। কিছু এনজিও অনেক নতুন বিষয়কে তুলে ধরেছে একথা তো অস্বীকার করা যায় না। অর্থনৈতিক শোষণ ও শ্রেণীগত নিপীড়নকে মার্কসবাদ তুলে ধরেছে। আবার উত্তর আধুনিক তত্ত্ব দমনপীড়নের এমন অনেক (ে্রেকে উন্মোচিত করেছে যেগুলোকে মার্কসবাদ গু(ত্ব দেয়নি। মার্কসবাদ যেমন শ্রেণীসংগ্রাম কমিউনিস্ট পার্টিও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ওপর বিশেষ নজর দেয়। উত্তর আধুনিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে নতুন সামাজিক আন্দোলন এবং এনজিওগুলো। বি(ায়নের মধ্যে দাঁড়িয়ে এনজিওগুলো প্র(ে তুলেছে মানুষের জীবন বড় না বহুজাতিক সংস্থাগুলোর মুনাফা বড় ? বাজার সর্বস্ব বি(ায়নের বিকল্প সম্ভব নয় কি ? সিনেমা টিভি - রেডিও - সংবাদপত্র - ইনটারনেট - ভারচুয়াল রিয়ালিটি বিজ্ঞাপন - স্যাটেলাইট- ভিডিও গেম - ই মেল - চ্যাটের জগত গণ - মাধ্যমের কুহক শক্তি(আর বিপুল (মতাতন্ত্র কি আমাদের (চি চাহিদা তাগিদ সংস্কৃতিকে সৃষ্টি করে চলবে ? মানুষের নিজস্ব ও স্বয়ংশাসিত সংস্কৃতির অস্তিত্ব কি তবে বিপন্ন? খাদ্যের ওপর তার ব্যবহারকারী অধিকারর বড় না কি খাদ্য - ব্যবসায়ীদের স্বার্থ বড় ? রাজনৈতিক আন্দোলনকে গু(ত্ব দিতে গিয়ে নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো কি চিরকাল অবহেলিতই থেকে যাবে? লিঙ্গগত ও ভাষাগত বৈষম্যের বলি প্রান্তিক মানুষদের স্বাধিকার, উপজাতিদের দাবি - দাওয়া মনোযোগ পাবে কি কোনও দিন ? জল, জমি ও জঙ্গলের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে যেসব মানুষ, যারা বেঁচে আছে এরই মধ্যে যারা ব্যবহার করছে এদের , তাদের স্বার্থ ও অধিকার স্বীকৃতি পাবে কবে? তাদের চেয়ে কেন বড় হয়ে দেখা দেবে জল, জমি ও জঙ্গল নিয়ে বেড়ে ওঠা বাণিজ্যিক স্বার্থ? বি(ায়নের নীতি যদি অবাধ প্রতিযোগিতা তাহলে আমেরিকা ও ব্রিটেনে বিজনেস আউটসোর্সিং নিয়ে কোলাহল কেন? বি(ায়ন চলবে আর জাতি - রাষ্ট্রও আগের মতোই সার্বভৌম থাকবে তা কি করে হবে? বি(ায়নের প্রতিযোগিতায় পণ্যের গুণগত মান হবে বিচার্য। যার মান যত

উন্নত সেই পণ্য তত বাজার পাবে, মুনাফা লুটবে। কিন্তু ডারউইনের যোগ্যতমের উদ্বর্তন (survival of the fittest) - এর এই বিশ্বায়িত তত্ত্বে দুর্বলদের কী হবে? বৃদ্ধ, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী শুধু নয়, যারা গরীব, অশিক্ষিত, প্রান্তিক মানুষ প্রশিক্ষণ - বঞ্চিত, প্রযুক্তি-নির্ভর, তথাকথিত নিচু জাতের, দলিত, নিম্নবর্গ নারী, যৌনকর্মী, উভলিঙ্গ, পথশিশু, উদ্বাস্তু, খালধারের ঝুপড়ির মানুষ, ফুটপাতের অসংগঠিত শ্রমিক, অসংগঠিত শ্রমিক, ছিন্নমূল কৃষক, আদিবাসী? তাদের সামাজিক সুরক্ষা, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা কোথায় ? স্বল্প সঞ্চয়ের সুদ কমে যদি মধ্যবিত্তেরই মাথায় হাত, তাহলে এসব নিম্নবিত্তের হাল কী হবে? পণ্যের গুণমান বাড়ার পাবে ভাল কথা। কিন্তু যারা দীর্ঘ কাল ধরে শোষিত, একদা উপনিবেশ, সেই সব কৃষিপ্রধান গরীব তৃতীয় বিশ্বের দেশ তো আগে থেকেই পিছিয়ে পড়া তাদের প্রযুক্তি নিম্নস্তরের, পুঁজি আর তার মেধা আমেরিকায় রপ্তানি হয়ে যায়। তার মেশিনের মান নিচু। তাহলে তার পণ্যের গুণমান উঁচু হবে কী করে? বিশ্বায়নকে ঘিরে এসব প্রশ্ন কিন্তু শুধু বামপন্থীরাই তোলেন নি, অনেক এনজিও -র মধ্যে থেকে একই প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা গেছে। হয়তো বিশ্বায়নের সর্বব্যাপী অক্টোপাসের জাল বামপন্থী দল থেকে এনজিও সকলের গলাতেই কঠিন ফাঁস হয়ে উঠবে। আর সেখানেই যৌথ আন্দোলনের সম্ভাবনা জন্ম নিচ্ছে ভ্রূণ আকারে। এই মুহূর্তে এনজিও উত্তর আধুনিক ভাবুক, নয়া সামাজিক আন্দোলন (New Social Movements)--এসব থেকে বিশ্বের নানা প্রান্তে নতুন নতুন আওয়াজ উঠছে পশ্চিমী আধুনিকতার প্রভুত্ব ও মতার স্বরূপ আজ উন্মোচিত, ভারী শিল্পায়ন বাজার ও বিপণন ভিত্তিক এ দুনিয়ার বিকল্প দুনিয়া গড়তে হবে। বড় শিল্পের বদলে চাই ছোট শিল্পের বিকাশ। কুটির শিল্প, গ্রামীণ শিল্প, স্ব - নিযুক্তি, স্বয়ংভরতা, মতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। বড় বড় বাঁধ নয়, চাই ছোট বাঁধ। বিশ্বায়নের কাঠামোর মধ্যে একটা বড় প্রবণতা হল হোমোজেনালাইজেশান। যদিও একে দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখে বহুজাতিক সংস্থা বিশ্বজোড়া ভোগ সে বৈচিত্রের গলা টিপে ধরতে বাধ্য। কোকাকোলার, পেপসির বিজ্ঞাপনে আদিবাসী মানুষের চিত্র - সংস্কৃতির স্বীকৃতি আছে। কিন্তু পণ্যটাতো সেই কোকাকোলা কি পেপসিই। মার্কিনি গণতন্ত্রকে ইরাকে, আফগানিস্তানে, সিরিয়াতে, কিউবা ও উত্তর কোরিয়ায়, ইরান, লেবানন, লিবিয়ায় রপ্তানি করতে উঠেপড়ে লেগেছে বিশ্বায়নের মাতব্বররা। প্রয়োজনে নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করতেও তার আটকাবে না। ম্যাকডোনাল্ডের চিকেন ঠ্যাং চিবোও, মার্কিন - অস্ত্র কেনো, বুশের মডেলে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ভোগ করো, এসো, বিশ্বায়িত হও। এই হোমোজেনাইজেশনের বিরুদ্ধে উত্তর আধুনিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ইজেশনের বিরুদ্ধে উত্তর আধুনিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এনজিও কর্মীরা যে বামপন্থীদের পাশে দাঁড়াবেন সে সম্ভাবনা কিন্তু দিনকে দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বামপন্থী পশ্চিমবঙ্গেও যে বিশ্বায়ন আমরা এখন দেখছি তার প্রধান চালিকা শক্তি হল বিশ্বায়িত পুঁজি (Global capital)। আফগানিস্থান ও ইরাকের যুদ্ধ, কোরিয়া, সিরিয়া, ইরান, কিউবার উদ্দেশ্যে হুমকি দেখায় এই বিশ্বায়নে বলপ্রয়োগ বিশেষ ভূমিকা। বিশ্বায়নে নিজের স্বার্থ বাধা পেলে একমাত্র সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চোখ বুজে ঘুমোবে একথা ভাবার কোনো কারণ সত্যিই নেই। কিন্তু এর সাথে সাথে এটাও বোঝা দরকার যে এই বিশ্বায়নে বিশ্বায়িত পুঁজি, বহুজাতিক পুঁজি সবটাই বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভর করে নেই। একই সাথে সে মানুষের মনন-চিত্ত, সংস্কৃতি, চাহিদা অভাব বোধ, কামনা - বাসনা, স্বপ্ন নির্মান করে। (মতার পেছনে শাসিতের সম্পত্তি নির্মাণ করে। গেঁথে তোলে মতাদর্শগত আধিপত্য (Ideological hegemony)। গ্রামশির তত্ত্বে আমরা এর চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা পাই। হেজিমানিকে বাদ দিয়ে বলপ্রয়োগ বা প্রভুত্ব (demination) স্থায়ী, মজবুত ও সাশ্রয়ী হয় না। বাঙালীর আকাঙ্খা ও স্বপ্ন আজ অনেকটাই বিজ্ঞাপন, টিভি, সিনেমা, কেবলটিভির মাধ্যমে পণ্যভিত্তিক, পশ্চিমী আধুনিকতাবাদী, উন্নয়ননির্ভর, শিল্পায়নমুখী, ভোগবাদী হয়ে উঠেছে। আরও পণ্য, আরও ভোগ, কালার টিভি, ফ্রিজ, ঝকঝকে মোটরবাইক, চকচকে গাড়ি, বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, ওয়াশিং মেশিন, এ. সি। এগুলো মানেই উন্নতমানের জীবন, যাপনের উৎকর্ষ। এগুলোর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা, অর্থপূর্ণতা। পুঁজিবাদী বাজার ও বিশ্বায়ন এই জীবনবোধকে আমাদের মধ্যে সংক্রামিত করছে। পশ্চিমবঙ্গে গত ২৬ বছরের বামফ্রন্টের নিরবচ্ছিন্ন শাসন সত্ত্বেও। প্রথাগত সরকারমুখী নির্বাচনসর্বস্ব বামফ্রন্টের নেতাদের সুচতুর সুবিধাবাদী ঝোলাতে পুঁজিবাদ - বিরোধী বক্তাপচা ধারহীন আড়ম্বরপূর্ণ স্লোগান যেমন আছে তেমনি ভোগবাদী জীবনবোধও সেখানে বহু ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। অন্যদিকে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের ফলে হিসেবে বন্ধ কারখানার বহু শ্রমিক আত্মঘাতী। তাদের স্ত্রী, শিশু - সন্তান অনাহারে মরছে। আসলে আজকের বিশ্বায়নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বুশের আমেরিকা, বহুজাতিক সংস্থাগুলো, একচেটিয়া পুঁজির আগ্রাসন, বিশ্বব্যাঙ্ক, সাম্রাজ্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ আই এম এফ ও সর্বোপরি ডব্লু. ব. খ.। অর্থনৈতিক ও শ্রেণীগত শোষণ, পুঁজিবাদী লুণ্ঠনের এই বিশ্বব্যাপী আয়োজনে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদে যে ক্রমশ নতুন শক্তি সঞ্চারিত হবে একথা বলাই বাহুল্য। প্রথাগত বামপন্থী আন্দোলনে ভাঁটা সৃষ্টি হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু বিশ্বায়নের অর্থনীতির ভয়াবহ পরিণামে তৃতীয় বিশ্বে দারিদ্রও হাহাকার ব্যাপকতর হয়ে উঠবে। ফলে শ্রমিক ও কৃষকের বেকারত্ব, বুভুক্ষা শ্রেণীসংগ্রামে জোয়ার আনবে এটা আশা করাটা আর স্বপ্নবিলাস নয়। ইতিমধ্যেই তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে ছাঁটাই, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, মজুরি হ্রাসের বিরুদ্ধে ধর্মঘট, বিক্ষোভ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার (মতাসীন থাকলে কি হবে সে তো বিশ্বায়নের পুঁজিবাদী শোষণকে ঠেকাতে পারবে না, বরংগদীতে থাকতে গেলে তাকে বিশ্বায়নের যন্ত্র হয়ে উঠতে হবে। ফলে পশ্চিমবঙ্গেও দারিদ্র্য ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে অচিরেই গড়ে উঠবে তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম। এই পরিপ্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে আমরা ভাবতে চাই এক নতুন মেলবন্ধনের কথা। শ্রেণীসংগ্রামের সাথে নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলোর, বামপন্থী দলের সাথে এনজিওর, ছাঁটাই-বিরোধী বিক্ষোভের সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনের, মার্কসবাদী তত্ত্বের সাথে উত্তর আধুনিক ভাবনার।

সন্দেহ নেই এমনকি বামফ্রন্ট - শাসিত পশ্চিমবঙ্গেও বেশ কিছু মানুষ প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ। প্রথাসিদ্ধ রাজনীতিতে এমনকি নির্বাচনে অংশ নিতেও অনেকে অনাগ্রহী। কংগ্রেস কি তৃণমূল, এমনকি বামপন্থী দলগুলোর ওপরে অনেক আস্থা হারিয়েছে। মাঝখান থেকে সুপ্ত ও গভীর মুসলিম - বিদ্বেষকে খুঁচিয়ে উগ্র হিন্দুসাম্প্রদায়িক বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আর বিজেপি সমর্থন বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর যে নিজেদের সুবিধাবাদ, গদীর লোভ, ধান্দাবাজি, ভোট - সর্বস্ব রাজনীতি, দলীয় সংকীর্ণতা ও স্বজনপোষণ ছেড়ে নিপীড়িত সাধারণ মানুষের জন্যে সত্যিই কিছু করবে সেরকম আশা আর বেশি লোক করে না। রাজনৈতিক দলের সাম্যনীতির প্রতি শ্রদ্ধা কই? যতই পরিচ্ছন্ন দুর্নীতিমুক্ত দলীয় নীতির কথা বলা হোক না কেন, রাজনীতিতে স্বচ্ছতা কোথায়? জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির, নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাধারণ কর্মীদের , পার্টি আমলাতন্ত্রের সাথে অসংগঠিত মানুষদের, উচ্চ কমিটির সাথে নীচু তলার কমিটিগুলোর কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে জেলা ও আঞ্চলিক নেতাদের সহজিয়া প্রত্যক্ষ, সরাসরি, অসঙ্কোচ ও বাধাহীন দেওয়া নেওয়া চলে কই? জনগণের প্রতিনিধি বলে তারা নিজেদের দাবি করলেও জনগণের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার চিহ্ন মেলে না। পার্টিগুলো প্রকৃতিগত ভাবেই এত শৃঙ্খলাপরায়ন হতে চায়, একধর্মীতা ঐক্যমত ও সমসত্ত্ব চরিত্র নিয়ে এত গর্ববোধ করে, নিজেদের মতাদর্শগত বিশুদ্ধতার বড়াই করে, মতপার্থক্যকে চেপে যেতে চায়, যে ভিন্নতা ও পার্থক্যকে তারা মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত। উত্তর আধুনিক ভাবনায় যে ভিন্নত্বকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে তার একটা বড় কারণ মার্কসবাদী পার্টিগুলোর ঐক্য নিয়ে আদিখ্যেতার প্রবণতা জন্ম নিয়েছে বলে উত্তর আধুনিকতা বিশ্বাস করেন। এমন কি বামপন্থী দল নিজেকে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বলে দাবি করে তার মধ্যেও দেখা যাবে বহু স্বরের উপস্থিতিকে অস্বীকার করার প্রয়াস।

বামপন্থীরা বিশ্বায়নের কুফল নিয়ে কার্যকরী বিরোধিতা ও আন্দোলন গড়ে তোলেন নি। বরং নেহাত গতানুগতিক তাঁদের ব্যাখ্যা ও বিবৃতির পর বিবৃতিদান। পশ্চিমবঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। তার ফলে অল্প কিছু নতুন ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ বেড়েছে। কিন্তু অন্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ সঙ্কুচিত হয়েছে। অফিসে কারখানায় একটি কম্পিউটার বসানো হলে সেখানে একজন নতুন কম্পিউটার অপারেটার চাকরি পাবে। স্বভাবতই আর যে ১০/১২ জন কেরাণী বা শ্রমিক কাজ করত তাদের কাজগুলো কম্পিউটার করে দেবে। ফলে সেসব লোকের ছাঁটাই অবধারিত। তাছাড়া বিশ্বায়নের তথ্য প্রযুক্তি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামাজিক ও ভাবাদর্শগত সাংস্কৃতিক ও চিন্তনগত ক্ষেত্রেও অনেক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। সম্প্রতি একটি বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপকদের হোস্টেলের গল্প

শুনছিলাম -- কিভাবে পাশের ঘরের সহকর্মীর সাথে গল্প না করে একজন তাঁর অবসর সময়ে নিজের ঘরে ক্রমাগত কম্পিউটার চ্যাট করে চলেন। এই নিয়ে প্রচলিত বামপন্থী দলগুলোর ভাবনা খুবই অনুর্বর, একঘেয়ে, বস্তাপচা ছকের বাইরে ভাবনা তাঁদের নেই। তাই এসব সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত বলেই তাঁরা খালাস। চতুর্দিকে বিশ্বায়নের ফলে কারখানায় লক আউট, ভি আর এস কিংবা গোল্ডেন হ্যান্ডশেক, ছাঁটাই। সরকারের ভর্তুকি বন্ধ। হাসপাতাল, ডাক, পরিবহন, ওষুধ, চিকিৎসা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, টেলিকম, হাউজিং সর্বত্র বেসরকারীকরণের উদ্যোগ। হাজার হাজার মানুষের কর্মচ্যুতি, টাকা ব্যয় করে চলেছে কেন্দ্রের বিজেপির জোট সরকার। এসব অনেক কিছু আগেও ছিল। তবে এখন তা সামাজিক ও মতাদর্শগত বৈধতা নিয়ে আত্মবিশ্বাস ভরে যৌক্তিকতার দাবি তুলে উপস্থিত। আদর্শগত সে বৈধতা নৈতিক সমর্থন, যৌক্তিকতা ও ন্যায্যতা জোগাচ্ছে বিশ্বায়ন। অথচ পশ্চিমবঙ্গের কোনো রাজনৈতিক দলই এ প্রশ্নে ইতিবাচক বিকল্প কিছুর সন্ধান দিতে এখনও পর্যন্ত পেরে ওঠে নি। মানুষে প্রসাসিদ্ধ বামপন্থার থেকে প্রত্যাশা আর করে না।

প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ তেমন শ্রদ্ধাবান নন মোটেই। ক্ষমতাসীন বামপন্থী দলগুলি বিশেষত প্রধান দল হিসেবে সিপিআই (এম)- মাতব্বরি, ক্ষমতার একচেটিয়া মালিকানা ভোগ করা, সকলের ওপর কর্তৃত্ব ফলানোর তাঁদের উৎসাহ। অনেকে একথা বলে ফেলেছেন। যে অতীতে কংগ্রেস যেরকম ক্ষমতার মদমত্ত ছিল আজকে দীর্ঘ ২৬ বছর ক্ষমতায় থেকে সিপিএম নেতৃত্বও তা কিছু কম নয়। যতদূর সম্ভব বিকেন্দ্রায়িত করতে হবে। কেন্দ্রের উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী বিজেপি আর তার ধর্মধরা এ রাজ্যের তৃণমূলের থেকে বামপন্থী দলকে যদি স্বতন্ত্র রাজনীতি করতে হয় তাহলে তাকে উত্তর আধুনিক ভাবনার সাথে আদানপ্রদান করতে হবে। আর সেক্ষেত্রে এনজিওগুলোর সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন। পার্টি বা ট্রেড ইউনিয়নের মতো প্রথাগত বামপন্থী সংগঠনের বাইরেও ভাবতে হবে, এনজিওগুলো সংগ্রামের যে নতুন ক্ষেত্র (কনকান্দ) সৃষ্টি করেছে সেখানে সক্রিয় হতে হবে। প্রথাসিদ্ধ ও গতানুগতিক রাজনৈতিক সংগঠনের বাইরে নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলি গড়ে উঠছে। নারীর অধিকার নিয়ে লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠছে। পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে পরিবেশবাদী আন্দোলন চলছে। শব্দদূষণ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কম লড়াই হয়নি। খবরের কাগজে আমরা এ লড়াইয়ের প্রথম শহীদদের কথা জেনেছি। কিছু কিছু এনজিও কলকাতা ও অন্য শহরে দৃশ্যদূষণ রোধে সক্রিয়। দেওয়ালে সুন্দর ছবি আঁকা, সবুজায়ন, বাগান, ফুলগাছ রোপন এসব কাজ করছে কেউ কেউ। পেট্রলের ধোঁয়া, কারখানার গ্যাস সম্পর্কে সচেতন করছে মানুষকে। বিজেপি সরকারের সদম্ভ পারমাণবিক বিস্ফোরন ও আণবিক দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শোনা গেছে কলকাতায়। সেখানে বামপন্থী দল, ট্রেড ইউনিয়ন যেমন ছিল। বিভিন্ন এনজিওর কণ্ঠস্বরও শোনা গেছে। যুদ্ধ - বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে বামপন্থী দলগুলোর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বিভিন্ন এনজিও-র অংশগ্রহণ ঘটেছে। আমেরিকার আফগানিস্থান আক্রমণ ইরাক যুদ্ধ, এমনকি কার্গিল যুদ্ধ নিয়েও প্রতিবাদী আওয়াজ উঠেছে। গুজরাতের মুসলিম - নিধন নিয়ে শুধু বামপন্থী দলগুলির মিছিল নয়, অসংখ্য এনজিও প্রচার পুস্তিকা বার করেছে। গুজরাতের দাঙ্গাপীড়িত এলাকায়, ত্রান শিবিরে গেছে। কেউ কেউ ডকুমেন্টারি ফিল্ম তোলায় ও তার প্রদর্শনে উদ্যোগ নিয়েছে। কেউ অর্থসংগ্রহ করেছে. ধর্ষিতা মুসলিম নারীদের হয়ে মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে, আদালতে গেছে। নারীবাদী এনজিওগুলোর ভূমিকা এখানে লক্ষণীয়। পশ্চিমবঙ্গের বানতলা ধানতলায় নারী-লাঞ্ছনা নিয়েও তারা সরব। আবার কলকাতা সহ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অত্যাচারিত যৌনকর্মীদের নিয়ে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়েছে কেউ। এনেছে সচেতনতা, জাগিয়েছে অধিকারবোধ। পুলিশ, মস্তান, মাসি, পার্টির দাদাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেছে তাঁদের। যৌনকর্মীদের মধ্যে এড্স - সচেতনতা এনেছে. তাঁদের শিশুদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে অনেক এনজিও পথশিশু ও অনাথ শিশুদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে অভিনয় - আবৃত্তি - গান - অঙ্কনের শিক্ষা দিচ্ছে। কার্ড তৈরি করে বিক্রি করছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যে জেলায় জেলায় পাঠশালা চালাচ্ছে কেউ। কেউ স্বনিযুক্তি স্বয়ম্ভরতা, কর্মনিযুক্তির উদ্যোগ নিয়েছে। সমকামী বা উভলিঙ্গদের অধিকার নিয়েও কোনো কোনো এনজিও সক্রিয়। এসব এনজি-র পাশে বহু স্থানীয় মানুষ যেমন আছেন তেমনি আবার বিদেশী দাতাসংস্থাও আছে। কারা কীভাবে এই ক্ষেত্রগুলোকে ব্যবহার করবে সেটা অনির্ধারিত। অনেকরকম লড়াই, দরকষাকষি, টানাপোড়েন, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এসব এনজিওতে নিরন্তর প্রবহমান। বিশ্বায়নের এই পশ্চিমবঙ্গে শুচিবায়ুগ্রস্ত বামপন্থীরা এনজিওগুলোকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের সতীত্ব অটুট রাখতে চাইলে ভুল হবে। বরং একদিকে তাঁদের উচিত উত্তর আধুনিক ধ্যান - ধারণার সাথে তাত্ত্বিক আদানপ্রদান চালানো। অন্যদিকে এনজিও - গুলোতে যোগ দেওয়া, সেখানকার জনবিরোধী শক্তিগুলোকে পরাজিত করা, তাদের গণতান্ত্রিক, বহুত্ববাদী, ভিন্নতামুখী প্রবণতাকে তাদের নিজের মতো করে বাড়তে দেওয়া। যে ভিন্নতা ও বহুত্ব জনসাধারণের স্বার্থ ও অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে না, কর্তৃত্ব ও দমন চালায় না, ক্ষমতাতন্ত্রের সেবাদাস হয়ে পড়ে না, সেই ভিন্নতা ও বহুত্বকে সম্মান করতে হবে বামপন্থীদের। সেখানে অপার্টি, অবামপন্থী, অমার্কসীয় বলে ভিন্ন শক্তি ও মতকে অবজ্ঞা করলে হবেনা। দমন করলে চলবে না। জনসাধারণের মধ্যেকার ভিন্ন মতকে, অপর বিশ্বাসকে, বহুত্বকে শ্রদ্ধা করতে হবে আন্তরিকভাবে। শুধু ক্ষমতাদখলের রণকৌশলগত প্রয়োজনে মাত্র নয়। প্রথাগত মার্কসবাদের হোমোজেনাইজেশান নিপীড়িত মানুষের কল্যাণ তো করেই নি, বরং ক্ষমতাতন্ত্র ও কর্তৃত্ববাদের হাতকেই শক্ত করেছে এটা বুঝতে হবে। এনজিও সম্পর্কে বামপন্থীদের সাধারণভাবে যে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও অনাস্থা আছে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। বরং এনজিও যে ক্ষমতা - দ্বন্দ্বের মল্লভূমি, রণক্ষেত্রে সেটা খেয়াল রাখা দরকার। একটা রাজনৈতিক দল কি একটা ট্রেড ইউনিয়ন, একটা গণ - সংগঠন বা ছাত্র - সংসদ, কৃষকসভা সবই কি ক্ষমতার রণক্ষেত্র নয়? পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলোকে সততা ও গুরুত্ব সহকারে এনজিওর সাথে আলাপচারিতা গড়ে তুলতে হবে। কল্যান সান্যালের সাম্প্রতিক এই মন্তব্যের সাথে আমরা একমত যে, "Only on honest and serious engagement by the leftist parties with the NGOs can open up new terrains of political praxis which will bring into visibility new forms of contestation.' এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে বাধ্য। শ্রীসান্যালের উপরোক্ত বক্তব্যকে স্বপ্নবিলাস বা অবাস্তব চিন্তা বলে যাঁরা হেসে উড়িয়ে দিতে চান না, তাঁদের কাছে সাম্প্রতিক এই ঘটনার তাৎপর্য গভীর, তা সে তিনি মার্কসবাদী হোন কি উত্তর আধুনিক, গ্রামশিপন্থী অথবা নকশালপন্থী। এ বছর (২০০৪) বিশ্বায়ন বিরোধী ওয়াল্ড সোসাল ফোরামের সম্মেলন হল মুম্বইতে ১৬ থেকে ২১ জানুয়ারি। ওয়াল্ড ইকনমিক ফোরামের বাজারমুখী বিশ্বায়নের সূত্রায়ণে আস্থাহীন মানুষ বরং সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বলে ২০০১ সালে ওয়ার্ল্ড সোসাল ফোরামের আয়োজন করে। ব্রাজিলের পোর্তো আলেগ্রে শহরে প্রথম ৩টি বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শুরু হয় আঞ্চলিক ফোরাম। এবার মুম্বইতে তার ৪র্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে যে সব সংগঠন বা গোষ্ঠী সরব তারই এতে যোগ দিয়েছে।

আশার কথা এটা যে, রাজনৈতিক দল নয়, থাকবে গণ - সংগঠন -- এই শর্ত মেনে এই ফোরামে উপস্থিত সিপিআই এবং সিপিআইএম। বিশ্বায়ন - বিরোধিতার এঁরা ফোরামের সাথে গলা মিলিয়েছেন। অনেক রকম মত - পার্থক্য থাকলেও এবং তাঁদের শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গে অনেক এনজিও-র প্রতি তাঁরা দুর্ব্যবহার করলেও এই ফোরামে যোগদান তাঁদের তরফ থেকে একটা ইতিবাচক নমনীয়তার পদক্ষেপ। এই ফোরামে আরও গেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ নামের একটি জোট। বামফ্রন্ট শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গ যে আলাদা কিছু নয় এই বলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির চারটি ক্ষেত্রে সরকারের বাজারভিত্তিক বিশ্বায়নের নীতির প্রভাব নিয়ে প্রচার করতে গেছেন তাঁরা। সেই চারটি ক্ষেত্রে নগরায়ণ ও উচ্ছেদ, গ্রামীণ অর্থনীতি, শিল্পনীতি, স্বাস্থ্য - শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয় হ্রাস। সংহতি ও প্রতিরোধ মঞ্চ কানোরিয়া --- চাবাগান - ট্যানারি ও অন্য বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে ভাঙন দুর্গতদের নিয়ে গিয়েছেন। গেছে নাচ, গান, নাটক, ভিডিও। সংলাপ ও জবালার শিশুশিল্পীরা, গানের দল ইপিল। রাজনৈতিক দল আর এনজিওগুলোর এই সামান্য আদানপ্রদান ভাল। এতে ছুৎমার্গ কমবে, বামপন্থীদের জাত যাবার ভয় কমবে। শ্রেণীসংগ্রাম আর নতুন সামাজিক আন্দোলনের পরস্পরের মধ্যে চেনাপরিচয় হবে। সেটাই বা আজ কম কি? কে বলতে পারে এভাবেই একদিন ধীরে ধীরে বিকল্প রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হয়তো শুরু হবে, বামপন্থী পার্টি ও এনজিও--- উভয়ের মধ্যেই কর্তৃত্বপরায়নতা কমছে, সমতা- শুরু হবে, -- স্বচ্ছতা বাড়বে, ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা, বহুত্বের

প্রতি মর্যাদা, সহণশীলতা, অপরের প্রতি দায়বদ্ধতা, (মতাতন্ত্রের বি(দ্ধে প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাবে। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে বি(ায়ন যদি জাতি - রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে দুর্বল ও ভেদ্য করে তোলে, বি(পুঁজির বিজয়রথ যদি জাতি - রাষ্ট্রের সীমান্তকে অবলীলাত্র(মে টপকে যায়, তাহলে তার বিপরীত শিবিরেও জন্ম নিচ্ছে ওয়ার্ল্ড সোসাল ফোরামের মতো সংগঠন যা বি(ব্যাপী অজস্র এনজিও নিয়ে গড়ে উঠেছে যা একইভাবে জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানাকে অতিত্র(ম করে অসংখ্য প্রতিরোধ সংগ্রামের এক বি(ায়িত মঞ্চের আবির্ভাবপর্বকে চিহি(ত করছে। বামপন্থীদের কাছে এই মুহূর্তটিকে যথেষ্ট গু(ত্ব দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে, ডাবলিউ এস এফের কাছে যেতে হবে, এনজিওগুলির সাথে গড়ে তুলতে হবে আদানপ্রদান,কথোপকথন, আপালচারিতা। মুম্বইতে ওয়ার্ল্ড সোসাল ফোরামের সম্মেলনে বিকল্প বি(ায়নের মঞ্চে সীমিত ও দ্বিধাজড়িত হলেও একধরণের মেলবন্ধনের প্রয়াস বাস্তব তাগিদেই গড়ে উঠেছে। সে মেলবন্ধন বামপন্থী দল ও এনজিওগুলোর মধ্যে। বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলোর সাথে বর্ণবৈচিত্র্যময় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর আলাপচারিতা এই উদ্বোধন শুধু মাত্র নয় ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয়। ১৮ই জানুয়ারি প্রকাশিত একটি সংবাদ অনুযায়ী কিছুদিন আগে সিপিআইএম দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অনিল বি(াসকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মেধা পটেকর, অ(ন্ধতী রায়দের আন্দোলনও তো গরীব মানুষদের নিয়েই। তাহলে বামপন্থীরা তাঁদের সঙ্গে হাত মেলান না কেন? অনিলবাবু উত্তর দেন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক দলের মেলবন্ধন অসম্ভব। কিন্তু মুম্বইতে ওয়ার্ল্ড সোসাল ফোরামের মঞ্চে সেই অসম্ভবই সম্ভব হতে চলেছে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলি থাকলেও এতদিন মূলত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠকরাই বি(সামাজিক মঞ্চের অরাজনৈতিক চেহারাকে ধরে রেখেছিল। এবার সেই মঞ্চে বামপন্থীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। গতকাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমভানেত্রী ছিলেন লক্ষ্মী সায়গল ও বক্ত(াদের মধ্যে শাবানা আজমি, দুজনেই সি পি এমের ঘরের লোক বলে পরিচিত। তাছাড়া এই কদিনে এখানে বিভিন্ন বিষয়ে দফায় দফায়যে আলোচনাচত্র(র আয়োজন হয়েছে, সেখানেও বক্ত(াদের মধ্যে ঢুকেপড়েছেন সিপিএমের প্রকাশ কারাত, সীতারাম ইয়েচুরি, বৃন্দা কারাত, প্রভাত পট্টানায়ক, উৎসা পট্টানায়, অভিজিত সেন, জয়তী ঘোষের। দিল্লির জহরলাল নেহ(বি(বিদ্যালয়ের অনেক বামপন্থী অধ্যাপকই এখানে হাজির। রয়েছেন সিপিআইয়ের এ বি বর্ধন।, ভি রাজা-ও।আহ্বায়ক কমিটির অন্যতম কর্তাব্যক্তি(হিসাবে রয়েছেন সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বরদারাজন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছেন চিত্তব্রত মজুমদার ও শ্যামল চত্র(বর্তী। তবে সম্মেলনের শর্ত মেনেই এঁরা কেউই দলীয় পরিচিতিতে আসেন নি, এসেছেন ট্রেড ইউনিয়ন বা অন্যান্য গণসংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে। সিপিএম সাংসদ নীলোৎপল বসু এসেছেন। তাঁর দায়িত্ব সামাজিক মঞ্চের সংসদীয় কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের সদস্যদের জড়ো করা (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮.০১.২০০৪)। এখানে আরও ল(নীয় যে এবারই প্রথম কিউবা, ভিয়েতনাম এবং ইউরোপে মোট ২২টি কমিউনিস্টপার্টির প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত। নিজেদের বক্ত(ব্য জানাতে তাঁরা একটি আলোচনাচত্র(ও করেছেন। তার শিরোনামা--- সমাজতন্ত্রের সামনে আজকের দিনের চ্যালেঞ্জ। তার সভাপতি সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক এ. বি. বর্ধন। আবার পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নেতা কানু সান্যালের সহযোগী সুবোধ মিত্ররা অনেকেই দল বেঁধে সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন। এতদিন এনজিও সম্পর্কে বিরূপ থাকলেও এবার কেন মত বদলাচ্ছে বামপন্থী দলগুলি? এবার প্র(ের জবাবে সিপিএম দলের লোকসভা সদস্য নীলোৎপল বসু বলেন, পুরনো মানসিকতা আঁকড়ে থাকার প্র(ওঠে না। পাশাপাশি, সিপিআইয়ের ডি রাজা ও পল্লব সেনগুপ্তের মন্তব্য, এতবড় একটা আয়োজন হচ্ছে, সেখানে স্বেচ্ছাসেবীদেজর হাতে সব ছেড়ে দিলে পুরোটাই ভুল পথে চলে যাবে। গোটা আন্দোলনটাই মাঠে মারা যাবে। তাই কমিউনিস্টরা নিজেদের কথা বলতে এখানে হাজির । বি(ায়নের বর্তমান চেহারার পরিবর্তে বিকল্প বি(ায়ন সম্ভব --এই শ্লোগান নিয়েই এবারের সম্মেলন শু(হয়েছে। বামপন্থীরা তার সঙ্গে যোগ করতে চান একটাই কথা --- সমাজতন্ত্রই সেই বিকল্প। এতদিন দূরে থাকার পরে বামপন্থীদের এই সামাজিক মঞ্চে হাজির হতে দেখে ম্যাগসাইসাই পুরস্কার বিজয়ী স্বেচ্ছাকর্মী অ(ণা রায় মনে করেন, একসঙ্গে কাজ করার এই আগ্রহ নিঃসন্দেহে ভাল ব্যাপার। রাজনীতির বর্তমান সংস্কৃতির বদল হওয়াই দরকার। সুজিত সিনহার একটি মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক--- সত্যি বলতে গেলে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গেও এরকম দ্বন্দময় সম্পর্ক এনজিও - দের। ... সমস্যাটা হচ্ছে যে বামপন্থী দলের সাম্য, ন্যায় ইত্যাদি আদর্শের সঙ্গে এনজিও - দের আদর্শের অনেক মিল। অথচ তাদের সঙ্গে তাত্ত্বিক স্তবে দ্বন্দ্ব সাংঘাতিক...। এনজিও নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের (মতাসীন বামপন্থী দলগুলোর অস্বস্তির একটা কারণ হল, বামপন্থী দল চায় দরিদ্রদের হাতে সম্পদ বন্টনে রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে। কিন্তু এনজিওদের ঘোষিত ল(্য হল রাষ্ট্রকে এড়িয়ে সমাজের প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছোনো। তার ওপর আবার এনজিওগুলো বিদেশী ফান্ডের টাকা পায়। অথচ বামপন্থী দলগুলো কেন বোঝে না রাষ্ট্রকে এড়িয়ে কাজ করতে চাওয়া মানেই পুঁজিবাদের দালালি করা নয়। কিছু এনজিও তেমন কাজ করলেও অনেকেই তা নয়। সকলেই তারা নয়া উদারবাদী কি বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বি(াসী বা বি(ায়নের প্রসাদ- লোভী নয়। রাষ্ট্রের মাধ্যমে সম্পদ পুনর্বন্টনের পথই কি একমাত্র পথ? কল্যান সান্যাল লিখেছেন ১৫ বছব আগে হলেও এসব কথার একটা মানে হতো। কিন্তু আজ তাতে যুক্তি(র ধার অনেক কম। কারণ বি(ায়নের চাপে পুনর্বন্টনের রাজনীতির (েত্রে হিসেবে জাতি - রাষ্ট্র ত্র(মাগত তার স্বাতন্ত্র্য হারাচ্ছে। ফলে রাষ্ট্র - পন্থী রাজনীতির প্রথাগত রূপটি কার্যকারিতা হারাচ্ছে। বি(ায়নের হাতেপশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারও যে কতটা অসহায় তা আজ সুস্পষ্ট। শ্রীসান্যাল লিখেছেন - “West Bengal is a glaring example of the predicament of a government that is committed to redistribution but finds itself haplessly straight – jacketed by the imperatives of globalization.” স্বভাবতই প্র(ওঠে রাষ্ট্রপন্থী রাজনীতির বাইরে কোনো বিকল্প আমরা খুঁজবো না কেন? বিশেষত রাষ্ট্র - কেন্দ্রীক রাজনীতির জন্যে মূল্য তো কম দিতে হচ্ছে না। এ খেলা গ্রাস করে নিতেপারে সব কিছু। এমনভাবে যে বাস্তব রাজনীতির দোহাই দিয়ে সবচেয়ে সুবিধাবাদী নীতিও অনুসরণ করতে হয়। সেটা বোঝার (মতা তখন লোপ পায়। সেটা হচ্ছে আজ পশ্চিমবঙ্গের শাসক বামদলগুলির বেশ কিছু নেতার (েত্রে প্রাক্‌নির্বাচনী জোট বাঁধার ল(্যে, যে কোনো মূল্যে (মতার ছিটে- ফোঁটা প্রসাদ লাভের লোভে, ভোটে জেতার একমাত্র মন্ত্রটি জপতে তাঁরা সরে গেছেন গণ - আন্দোলনের পথ থেকে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি দেখিয়ে দিচ্ছে রাষ্ট্রের (মতার খেলা দেখে দেখে লোকের মনে অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে। এনজিওগুলো যে রাষ্ট্র - বিরোধী কি রাষ্ট্র - বহির্ভূত একটা ভূমি (space) চাগিয়ে তুলছে তার কারণ এটা নয় যে তারা গ্লোবাল পুঁজির দাস কি বিদেশি ফান্ডে বেতনভোগী চর। বরং লোকের মনের ঐ অশ্রদ্ধা অনাস্থাই এনজিওগুলোর রমরমা বাড়িয়ে তুলছে। পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ভোটের খেলা খেলতে খেলতে নিজেদের অজান্তেই কখন ঐ অনাস্থার শিকার হয়ে পড়েছে। শূণ্যস্থান ভরতে আসছে এনজিও। আর সেটা অবশই একটা সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক স্থান বা ভূমি যেখান থেকে বামদলগুলো অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শ্রীসান্যালের মতো, বামদের ব্যর্থতার উল্টোপিঠ হল এনজিও-কারণ রাজনৈতিক দলগুলো যেখানে ব্যর্থ সে জায়গায় এনজিওরা অবশ্যই মুক্তি(দাতা নয়। কিন্তু তাদের উদ্ভব ও প্রভাব দলগুলোর ব্যর্থতাকেই প্রকট করে তুলছে। পরস্পরের প্রয়োজনেই আজ তাদের পরস্পরের কাছেআসতে হবে।

এ প্রসঙ্গে সৌমিত্র বসুর মন্তব্য উল্লেখযোগ্যঃ এন জি ওদের মূলত দুটো ভাগে দেখা যায়। একদল শুধু আয়ের উৎপাদন অর্থাৎ income Generation -এর জন্যে কাজ করে... আর একটি এন. জি. ও গোষ্ঠী আন্দোলনের পথে মানুষকে সংগঠিত করে থাকে, অর্থাৎ একদল মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে কিছুটা লড়াই করে অর্থাৎ যাকে বলে Empowerment thorough entitlement, এর পথ ধরে এগোয়...আন্দোলনের পথে হাঁটার গোষ্ঠীভুক্ত(সংগঠনগুলোর সংখ্যা কম, রেস্তঁও (মতাও কম কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব ফেলতেপারছে। মেধা পটেকর সুন্দরলাল বহুগণা বা বাবা আমতে অনেক জনসংহত বেশি কার্যকরী ও জনউন্মেষের পথে দেশকে সাহায্য করেছে। এই শেষোক্ত(গোষ্ঠীর মধ্যে আবার ... একটি ছোট্ট অংশ আছে যারা শ্রেণী প্র(টিকে ধরে রাখতে বলে এবং শ্রেণী প্র(ে গণসংগঠন গড়ে তোলে। এই অংশে শক্তি(গুলো ভারতীয়জনগণতান্ত্রিক লড়াইয়ের অঙ্গনেই বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তি(গুলোর বন্ধু ও সহযোদ্ধা শক্তি(।

জনযুদ্ধ, এমসিসি, অন্য কিছু নকশালপন্থী গোষ্ঠী, ত্রষ্ঠ-এর সম্মেলনের কাছেই মুম্বাই রেজিস্টান্স (ত্তম ২০০৪) -এর সমালোচনা করেছে। সেখানে প্রায় ৩০০

গণসংগঠনকে সমান রেখে তার ত্রুটি-এর সমালোচনা করেছেন। ত্রুটি-এর মধ্যেকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরোধীতা করতে তো হবেই। কিন্তু ত্রুটি-এর মঞ্চকে তাদের হাতে ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে না হয়তো। ত্রুটি-এর মঞ্চে ঢুকে সেখানে বিতর্ক তুলে কথোপকথন চালিয়েই বোধহয় জনগণের স্বার্থে সংগ্রামকে জোরদার করা সম্ভব। মুম্বাইয়ের এই বিশ্ব সামাজিক মঞ্চের চতুর্থ সম্মেলনে এই প্রথম বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি অংশ নিয়েছে যদিও তাদের সাথে এনজিওগুলির রীতিমতো বিতর্ক চলেছে। এই বিতর্ক অবশ্য অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। কল্যান সান্যাল যথাযথই মন্তব্য করেছেন, "It is the first time that the leftist political parties have participated in the meeting, although not as official representatives, and engaged in debates with non – party organizations. This engagement was long overdue" । এই বিতর্কে অংশগ্রহণ কি বামপন্থী দলের দুর্বলতার লক্ষণ? নিম, হলুদের বিদেশি পেটেন্টের বিরুদ্ধে ও জিনি প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি কৃষিবীজের অপকারিতা নিয়ে বোঝাতে প্রতিরোধ আন্দোলন করে বিখ্যাত বন্দনা শিবা একটু ব্যঙ্গের সঙ্গে বলেছেন, রাজনীতির ময়দানে বিজেপির কাছে কোনঠাসা বামপন্থীরা এখন দিশাহারা। তাই এবার তারা সামাজিক আন্দোলনে আসছে। কিন্তু উল্টো দিকটা শ্রীমতি শিবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সাংগঠনিক শক্তি ও জনসমর্থন হ্রাস পেয়েছে বলেও যদি বামপন্থী দলগুলোর আজ বিশ্ব সামাজিক মঞ্চের সম্মেলনে যোগ দিয়ে থাকে, তাহলে একইসাথে একটা তাদের মতাদর্শগত শক্তি বৃদ্ধিরও লক্ষণ। গোঁড়ামিকে জয় করে কিছুটা নমনীয়তাও যদি তারা দেখাতে পারে, উদামনস্কতা, সহনশীলতা ও আলাপচারিতার মনোভাব গ্রহণ করতে পারে তাহলে সেটা অবশ্যই তাদের চিন্তন - মননের বিকাশের চিহ্ন, নতুন করে ভাবতে পারার শক্তি, আত্মবিশ্বাসের পরোক্ষ প্রকাশ, পরিস্থিতির পরিবর্তনকে বোঝার ও পরিস্থিতিকে বদলানোর সাহসী পদক্ষেপ।

--ঃ যেসব প্রবন্ধ ও গ্রন্থ থেকে অবাধে সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ--

১. Stephen K white, Political theory and Post modernism, Cambridge University Press, Cambridge, ১৯৯১.

২. সুজিত সিনহা, ...বিকল্পের সন্ধান ও এন জি ও, চেতনা ৬,২ (২০০১)।

৩. মোহিত রায়, সেয়ানে সেয়ানে / বিপ্লবী বনাম এনজিও, চেতনা, পূর্বোক্ত।

৪. সৌমিত্র বসু, .. এনজিও আসলে কী ? শত্রু বন্ধু না অন্য কিছু, চেতনা, পূর্বোক্ত।

৫. Linda Hutcheon, The Politics of Postmodernism, Routledge, London & New York, ১৯৮৯.

৬. রংগন চক্রবর্তী, ..এত মত নিয়ে পথ হারাব কিঃ জানি না, পথ খোঁজা চলছে.., আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২- ০১-২০০৪।

৭. শাশ্বতী ঘোষ, অন্য দিশার খোঁজে, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ ০১, ২০০৪.

৮. Kalyan Sanyal, 'Stealing the state's show', The Telegraph, ১৬.০২.২০০৪.

৯. ' The Economic and Politics of the world Social Forum' : Lessons for the Sruggle against 'Globalisation', Aspects of India's Economy, no. 35 Research Unit for Political Economy.

10. The Telegraph, 19.01.2004

১১. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯-০১-২০০৪, ২০-০১-২০০৪, ১৭-০১-২০০৪, ২৪-০১-২০০৪

১২. Subhanlal Dutta Gupta, Marxism and Postmodernism: Confrontation or Dialogue? Society and change, Calcutta, Booklet.